# বিভিন্ন স্থানে কোটাবিরোধী ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষ

**নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ও প্রতিনিধি ঢাবি** : সোমবার, ১৫ জুলাই ২০২৪

রোববার রাত থেকে সোমবার দিনভর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটাবিরোধী আন্দোলনকারী ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ চলে (উপরে)। এ সময় একজনকে দেখা যায় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে (নীচে)-সংবাদ

১৪ জুলাই রোববার মধ্যরাত থেকে ২৫ জুলাই সোমবার দিনভর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্নস্থানে কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষে কমপক্ষে দুই শতাধিক আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই কোটাবিরোধী। ছাত্রলীগ নেতাকর্মী আছেন অন্তত পাঁচজন। সংবাদকর্মীও আহত হয়েছেন সংঘর্ষ চলাকালে।

ঢাকার বাইরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক দফা হামলায় সাংবাদিক ও শিক্ষকসহ আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক। চট্টগ্রামেও দুই পক্ষের সংঘর্ষে সাংবাদিক ও পুলিশসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। রংপুরে সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া সিলেটে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

তবে এসব হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনার জন্য পাল্টাপাল্টি বক্তব্য দিয়েছে উভয়পক্ষ। আন্দোলনকারীরা বলছেন, ‘শান্তিপূর্ণভাবে’ তাদের কর্মসূচি চলছিল। কিন্তু ‘উসকানিমূলকভাবে’ ছাত্রলীগ আক্রমণ করে। তবে ছাত্রলীগের নেতারা বলছেন, আন্দোলনকারীরা হামলা চালালে ‘সাধারণ শিক্ষার্থীরা’ তাদের প্রতিরোধ করেছে।

আন্দোলনকারীদের সমন্বয়ক নাহিদ হাসান সাংবাদিকদের বলেন, ‘ছাত্রলীগ তাদের ভাড়া করা টোকাই, হ্যালমেট বাহিনী দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের ওপর নারকীয় তা-ব চালিয়েছে। আমাদের বোনদের পিটিয়েছে টোকাইদের দিয়ে। সঙ্গে অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও ছিল। এখন শহীদুল্লাহ হলে চলছে রাবার বুলেট, ককটেল, টিয়ারশেল দিয়ে অ্যাটাক করছে। শতশত শিক্ষার্থী রক্তাক্ত হয়েছে।’

অন্যদিকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান বলেন, ‘দলীয় কর্মীদের জন্য রাস্তায় নেমেছি, বিষয়টি এমন নয়। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনার অংশ হিসেবে রাস্তায় নেমেছি। আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। তারা ছদ্মবেশে মেয়েদের ওপর হামলা করে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় এ ধরনের অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’

গত ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুরুতে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের মতো কর্মসূচি থাকলেও গত সপ্তাহে সারাদেশে তাদের অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়, যার নাম তারা দিয়েছেন ‘বাংলা ব্লকেড’। গত বুধবার দিনভর অবরোধে নাকাল হতে হয় সাধারণ মানুষকে। পরদিন বৃহস্পতিবার ও আগের রোববার ও সোমবারও বিকেলে একবেলা অবরোধ কর্মসূচিকে ঘিরে নাকাল হতে হয়েছিল নগরবাসীকে। এর মধ্যে রোববার রাষ্ট্রপতি বরারর স্মারক লিপি দিয়ে সরকারকে ২৪ ঘণ্টার সময় আল্টিমেটামও দিয়েছিল তারা।

## উত্তেজনা শুরু রাত থেকে, দুপুরের পর রণক্ষেত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা শুরু আগের রাত থেকেই। মূলত প্রধানমন্ত্রী কোটা আন্দোলনকারীদের নিয়ে আগেরদিন যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেটির প্রতিবাদে মাঝরাতেই কোটা আন্দোলনকারীরা হঠাৎ রাস্তায় নেমে আসে।

কিন্তু তখন বিভিন্ন হল থেকে বের হতে শিক্ষার্থীদের বাধা দেয় ছাত্রলীগ। তবে মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করে কয়েকঘণ্টা বিক্ষোভ করে সরে যান আন্দোলনকারীরা।

তবে সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আবার উত্তেজনা বাড়তে থাকে। ক্রমেই ক্যাম্পাসে জড়ো হতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। দুপুর গড়াতেই আবারও উত্তাল হয়ে উঠে।

তখন কর্মসূচিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা কলেজ, সরকারি ইডেন মহিল কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, সরকারি কলেজ অফ অ্যাপ্লাইড হিউম্যান সায়েন্সসহ ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্তত ১০-১২ হাজার শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

কিন্তু হলে হলে ফটক বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের আটকে দেয় ছাত্রলীগ। এক পর্যায়ে হল থেকে আন্দোলরত শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করতে গিয়ে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। যার রেস ছড়িয়ে পড়ে পুরো ক্যাম্পাসে। এক পর্যায়ে

আন্দোলনকারীদের ছত্রবঙ্গ করে দেয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। নিয়ন্ত্রণ নেয় পুরো ক্যাম্পাসে। কিন্তু নীলক্ষেত এলাকা ও ঢাকা মেডিকেল এলাকায় আবার জড়ো হয়ে বিকেল থেকে রাত অব্দি দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়।

## বিজয় একাত্তর হল থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত

বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় ৭১ হল থেকে সংর্ঘষের সূত্রপাত। ওই হলের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা রাজু ভাস্কর্যের সামনে সমাবেশে অংশ নিতে চেষ্টা করলে বাধা দেয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। খবর পেয়ে সেখানে আন্দোলনকারীরা যাওয়ার পর শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া।

একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বিভিন্ন হলেই ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে, এমন খবর এলে কোটা আন্দোলনকারীদের একটি অংশ উদ্ধারের জন্য যান। বিজয় একাত্তর হলে গেলে সেখানে আগে থেকে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সুসজ্জিত থাকা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাদের ওপর হামলে পড়ে।

এ সময় সাধারণ শিক্ষার্থীরা এ সময় দিশেহারা হয়ে অন্যান্য হলে আশ্রয় নিতে চাইলে সেখানেও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা তাদের দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করে।

ওই সংঘর্ষের পর পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে শিক্ষার্থীদের ছেঁড়া জুতা, ভাঙা চশমা, লাঠি, কাঠ ও বিভিন্ন গাছের ডাল পড়ে থাকতে দেখা যায়। আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেছেন, ছাত্রলীগের হামলায় তাদের শতাধিক ভাই-বোন ও বন্ধু আহত হয়েছেন। অনেকে ব্যাগ-মোবাইলফোন হারিয়েছেন। এছাড়া আন্দোলনকারীদের খুঁজে খুঁজে মারধর করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তারা।

একই সময়ে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে অবস্থান কর্মসূচিতে আসার পথে ইডের কলেজের ছাত্রীদের ওপর ছাত্রলীগ হামলা ও বাধা দিয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়।

তবে সংঘর্ষের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাউকে দেখা যায়নি। সংঘর্ষ শেষে কয়েকজন শিক্ষক হল পাড়ায় আসলেও এ সময় তাদের নির্বিকার থাকতে দেখা গেছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাকসুদুর রহমানকে একাধিকবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি। তবে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শেষ হলে ক্যাম্পাসে পুলিশ সদস্যরা অবস্থান নেন।

আন্দোলনকারীদের হটিয়ে ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ ছাত্রলীগের

বিজয় ৭১ হল থেকে সংর্ঘষের সূত্রপাত ঘটলে সেই উত্তেজনা পুরো ক্যাম্পাসজুড়েই ছড়িয়ে পড়ে। বিজয় একাত্তর হল ছাত্রলীগের সঙ্গে যোগ দেয় জিয়া হল, বঙ্গবন্ধু হল ও জসীমউদদীন হল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। একই সময় ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের অসংখ্য নেতাকর্মী দেশীয় অস্ত্র, রড, হকস্টিক, রামদা নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে।

এ সময় দুই পক্ষের ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া-পালটা ধাওয়া হয়। কিন্তু ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা একযোগে হামলা চালালে পিছু হটে

আন্দোলনকারীরা। পরে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন ছেড়ে পিছু হটতে বাধ্য হলে ক্যাম্পাস দখলে নেয় ছাত্রলীগ।

আন্দোলনকারীদের হটিয়ে দিয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে শোডাউন করেন। দফায় দফায় মিছিল করেন তারা। কোটা আন্দোলনকারীরা যাতে পলাশী বা নীলক্ষেত থেকে আবারও ক্যাম্পাসে আসতে না পারেন, সে জন্য ফুলার রোডে অবস্থান নেন তারা।

## দফায় দফায় হামলা

তবে বিকেল ৫টার দিকে ঢাকা মেডিকেল ও শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক ইনস্টিটিউটের সামনে আবার আন্দোলনকারী এবং ছাত্রলীগের মধ্যে নতুন করে ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। সেখানে দফায় দফায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ চলে ঘণ্টাব্যাপী। এ সময় সেখানে বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণেরও শব্দ পাওয়া যায়।

একপর্যায়ে শহীদুল্লাহ হলের সামনের অংশ দখলে নিয়ে পিকেটিং করেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। অন্যদিকে বিক্ষোভ ও স্লোগান দিতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। তবে হল প্রশাসনের শিক্ষক-কর্মকর্তারা বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের নিভৃত করার চেষ্টা করছেন। হ্যান্ডমাইকে তারা বলেন, ?‘তোমরা শান্ত হও। তোমাদের সব কথা শুনবো।’

এ ই প্রতিবেদন লিখা পর্যন্ত আর কোন সংঘর্ষের খবর না পাওয়া গেলেও পুরো ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল।

## ঢামেকে ছাত্রলীগের হামলা

এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পিটিয়েছে ছাত্রলীগ। এদিন সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে লাঠিসোঁটা নিয়ে ২০-২৫ জন ছাত্রলীগ নেতাকর্মী হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ঢুকে পড়ে। এ সময় চিকিৎসাধীন আহতদের সঙ্গে থাকা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগ। পরে অনেকে ভয়ে হাসপাতালের বিভিন্ন কক্ষে আশ্রয় নেন। আনসার সদস্যরা মাইকিং করে ছাত্রলীগ নেতা-

কর্মীদের বের হয়ে যেতে বলে। প্রায় ১০ মিনিট মারধরের পর ৭টা ২৭ মিনিটে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা হাসপাতাল থেকে বের হয়ে যায়। এরপর হাসপাতাল ভবনের দরজা বন্ধ করে দেয় হাসপাতালের কর্মীরা।

## জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক দফা হামলায় আহত অর্ধশতাধিক

আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, সোমবার থেকে সারাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্তৃক চলমান সহিংসতার প্রতিবাদে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) বিক্ষোভ-মিছিল করেছে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। এ সময় ছাত্রলীগের হামলায় কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্তত ২০ জন শিক্ষার্থী, ১ জন শিক্ষক এবং ২ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বক্তব্য প্রত্যাহার ও ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী নিপীড়নের সুষ্ঠু বিচারসহ কোটা সংস্কারের ১ দফা দাবিতে সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে প্রাঙ্গণ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি মিছিল বের করে।

মিছিলটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে শুরু হয়ে চৌরঙ্গী দিয়ে ছাত্রীদের হল হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সম্মুখে আসলে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সম্পাদকে হেলমেট পরিহিত অবস্থায় নেতা-কর্মীদের নিয়ে হামলায় নেতৃত্বে দিতে দেখা যায়। হামলায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ইটপাটকেল, লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আন্দোলনকারীদের আক্রমণ করতে দেখা যায়।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম ঘটনাস্থলে এলেও থামেনি দু'পক্ষের সংঘর্ষ। এক পক্ষের ছোড়া ইটের আঘাতে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আওলাদ হোসেন গুরুতর আহত হন। এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের সভাপতি মোসাদ্দেকুর রহমানকেও আঘাত করে আহত করা হয়েছে। আহত শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

প্রায় অর্ধঘণ্টা সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোহাম্মদ আলমগীর কবিরসহ প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেও সংঘর্ষ থামাতে ব্যর্থ হন তারা। প্রথমে আন্দোলনকারী ও হামলাকারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'দিকে চলে গেলেও এর কিছু সময় পর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা জড়ো হয়ে আবারও আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায়।

এ সময় দুই গ্রুপের কয়েকদফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় ওপর থেকে কোনো এক পক্ষের ছোড়া ইটের আঘাতে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আওলাদ হোসেন গুরুতর আহত হন। এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের সভাপতি মোসাদ্দেকুর রহমানকেও আঘাত করে আহত করা হয়েছে। আহত শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। এমনকি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান লিটন ও সাংগঠনিক সম্পাদক চিন্ময় সরকার আহত হয়ে চিকিৎসা কেন্দ্রে সেবা নিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডা. অমিতাভ জানান, আমি ৮টার সময়ে এসে অন্তত ২০-৩০ জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পেয়েছি। রাত সাড়ে আটটায় মেডিকেল সেন্টারে সর্বশেষ তথ্যমতে, অন্তত অর্ধশত শিক্ষার্থী আহত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। এদের মধ্যে, গুরুতর আহত অবস্থায় অন্তত ২০-২৫ জনকে সাভারের এনাম মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।

এছাড়া আহতদের মধ্যে 'মেঘ (পরিবেশ বিজ্ঞান, ৪৭), আবদুর রশিদ জিতু (সিএলসি, ৪৭), সজীব (আর্কিওলজি ৪৮), সুমন (পরিসংখ্যান, ৪৮), মোবাশ্বির (প্রাণিবিদ্যা, ৪৮), জাহিদ (সরকার ও রাজনীতি, ৪৮), আনজুম (সরকার ও রাজনীতি ৪৯), বাপ্পি (ইংরেজি, ৫০), গালিব (গণিত, ৫০), সাব্বির (ইতিহাস, ৫২)' এদের নাম নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। এছাড়াও আহতের সংখ্যা বাড়ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোহাম্মদ আলমগীর কবির সাংবাদিকদের বলেন, 'যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি অপ্রত্যাশিত। আমরা

তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।’

সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী দু’পক্ষের তুমুল সংঘর্ষ চলছিল।

## চট্টগ্রামে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া- সংঘর্ষ

আমাদের চট্টগ্রাম ব্যুরো জানিয়েছেন, সোমবার বিকেলে চট্টগ্রাম মহানগরের পাঁচলাইশ থানার ষোলশহর রেলস্টেশন এলাকায় কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিরোধীপক্ষের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে কয়েজন আহত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে রোববার রাতেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। ওই রাত এগারোটার দিকে চবি ক্যাম্পাসের জিরো পয়েন্ট এলাকায় শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। ওই সময় সেখানে একদফা হামলার ঘটনা ঘটে। পরে সোমবার বিকেলে চবিসহ সেখাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কর্মসূচিতে হামলা হয়।

আন্দোলনকারীরা জানান, ষোলশহর স্টেশনে বিকেল ৫টার দিকে তাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হঠাৎ ছাত্রলীগ দলবল নিয়ে হামলা করে। তখন তারা নিজেদের আত্মরক্ষায় পাল্টা হামলা করেন। কিন্তু সেখানে পুলিশ সেখানে থাকলেও তাদের নিরাপত্তা দিতে পারেনি বলেও অভিযোগ।

তবে চবি ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক পার্থপ্রতিম বড়ুয়া বলেন, ‘ঘটনার পরে আমি এসেছি। শুনেছি, তারা নাকি নেত্রীর নামে বাজে স্লোগান দিচ্ছিল। এতদিন কিন্তু তাদের আন্দোলনে বাধা দেয়া হয়নি, আমরাও চেয়েছি কোটার যৌক্তিক সমাধান আসুক। কিন্তু স্বাধীন দেশে আমি রাজাকার- রাজাকার স্লোগান দেয়া কখনো কাম্য নয়।’

## কুবিতে আন্দোলনকারী ও ছাত্রলীগের পাল্টাপাল্টি মিছিল

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি) প্রতিনিধি জানান, সোমবার বিকেলে

বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা আন্দোলনকারী ও ছাত্রলীগ পাল্টাপালটি মিছিল করেছে। আন্দোলনকারীরা মিছিল নিয়ে বের হয়ে ক্যাম্পাস গেটে এসে স্লোগান দেন এবং পরে হলে ফিরে যার তারা। অন্যদিকে ছাত্রলীগও মিছিল করে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়েছে। তবে কোনো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি।

## রাবিতে বিক্ষোভ, মারধরের অভিযোগ ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) প্রতিনিধি জানান, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রত্যাহারের দাবিতে এবং কোটা সংস্কারের এক দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। এদিন সাড়ে ১২টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোড়ে বিক্ষোভ মিছিল ও পদযাত্রা করেছে রাবি, রুয়েট, রামেক, রাজশাহী কলেজ ও বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

এদিকে ক্যাম্পাসে ঘোরাঘুরি করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন'স কমপ্লেক্সের সামনের আমবাগানে এই ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী দুই শিক্ষার্থী হলেন, বাংলা বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী নাসিম সরকার এবং একাউন্টিং বিভগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তারেক আশরাফ। এ বিষয়ে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ-হিল-গালিবের সঙ্গে যোগাযোগের একাধিক চেষ্টা করা হলেও তারা সাড়া দেননি।

## রংপুরে সংঘর্ষ, নিয়ন্ত্রণে ছাত্রলীগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক (রংপুর) জানান, 'রাজাকারদের প্রতি সাফাই এবং আন্দোলনের নামে অস্থিরতা তৈরির প্রতিবাদে' রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ^বিদ্যালয়ের সামনে পার্কের মোড়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে রেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) শাখা ছাত্রলীগ ও জেলা মহানগর শাখা ছাত্রলীগ।

বিকেল ৩টা থেকে অবস্থান নেয়া ছাত্র লীগ নেতাকর্মীরা কয়েক দফা কোটাবিরোধী শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দিয়েছে এতে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। তবে কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের রোকেয়া বিশ^বিদ্যালয়ের সামনে সমাবেশের ডাক দিলেও তাদের কোনো নেতাকে সেখানে দেখা যায়নি। ফলে রোকেয়া বিশ^বিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ পুরো এলাকা থেকে কোটা বিরোধীদের বিতাড়িত করে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অবস্থান নিয়েছে ছাত্র লীগের নেতা কর্মীরা। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সন্ধা সোয়া ৭টা ছাত্রলীগ বিশ^বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনেসহ আশপাশের এলাকায় অবস্থান নিয়ে আছে। সম্ভাব্য গোলযোগের আশঙ্কায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

## সিলেটের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগ

সিলেট প্রতিনিধি জানান, সোমবার বেলা দুইটার দিকে নগরের টিলাগড় এলাকায় এমসি কলেজ ও সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে বাঁশের লাঠি হাতে মিছিল করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। পরে মিছিল নিয়ে নগরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করেন তারা।

এর আগে রোববার রাতে কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্রতিহত করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেইসবুকে ঘোষণা দিয়েছিলেন ছাত্রলীগের নেতারা। সেই হিসেবে আজ তারা এমসি কলেজ ও সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে লাঠি নিয়ে মহড়া দেন।

তবে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া নগরের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন তেমন চোখে পড়েনি। এর মধ্যে রোববার রাতে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রোববার দিবাগত রাতে কিছু শিক্ষার্থী স্লোগান দিলেও রাত একটার মধ্যেই হলে ফিরে যান।